বিশেষ ক্রোড়পত্র

সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৩

তারিখ: ০৪ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা: সমবায় অধিদপ্তর

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৯ কার্তিক ১৪৩০
০৪ নভেম্বর ২০২৩

বাণী

জাতীয় সমবায় দিবস- ২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সমবায় শেখায় একতা, সমবায় আনে সমৃদ্ধি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা স্বনির্ভরতা অর্জন তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় পদ্ধতি একটি ফলপ্রসূ পদক্ষেপ। কৃষি, মৎস্য, দুগ্ধ, পরিবহণ, গৃহায়ণ, শিল্প, বিমা, বাজারজাতকরণসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। মূলধন গঠন, বিনিয়োগ, পুষ্টিচাহিদা পূরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, সুবিধাবঞ্চিত নারী, তৃতীয় লিঙ্গ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিরসনে সমবায় ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায়কে উন্নয়নের অন্যতম প্রায়োগিক পদ্ধতি বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। জাতির পিতার অর্থনৈতিক দর্শন 'সমবায়' এর শক্তিকে একটি গণমুখী সমবায় আন্দোলনে পরিণত করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও আদর্শের পথ ধরে সরকার ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নানামুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক বৈশ্বিক সংকট, পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে মোকাবিলা করে 'স্মার্ট সমবায় সমিতি' ও 'স্মার্ট সমবায়' গড়ে তোলার কর্মকান্ডে শামিল হতে আমি সমবায়ীদের আহ্বান জানাই। সমবায় আন্দোলনকে টেকসই রূপ দিতে কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। পাশাপাশি সমবায়ী প্রতিষ্ঠানকে হতে হবে জনমুখী এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। জাতির পিতার সমবায় ভাবনার আলোকে সকল ধরনের বৈষম্য দূর করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে সমৃদ্ধির পথে। ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ" প্রাসঙ্গিক, যুগোপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস। অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে নানান কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারাদেশে এ দিবসটি উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন । এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ' যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে দুরদর্শী চিন্তাভাবনার মূল হাতিয়ার ছিল সমবায়। তিনি পল্লীর প্রান্তিক জগগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নের জন্য সমবায় পদ্ধতিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার। বঙ্গবন্ধু কৃষি, শিল্প, ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে এক সূত্রে গাঁথার অন্যতম মাধ্যম সমবায়- বঙ্গবন্ধু সঠিক পরিকল্পনা ও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গ্রামীণ শহর গড়ে তুলছেন, যেখানে থাকছে শহরের সব নাগরিক সুবিধা। সে উন্নয়ন চিন্তা থেকেই বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ এর বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম, আমার শহর' ধারণাকে সামনে রেখে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক শহরের সুবিধা গ্রামে সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম পাইলট প্রকল্প' গ্রহণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিলক্ষ্য ২০৪১ গ্রহণ করেছে, এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দেশের সমবায়ীরা উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যথাযথ অবদান রাখবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি এবং সমবায় পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে-সে প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫২ তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় সমবায় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ'; বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সত্যিকার অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমবায়কে মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সমবায়ের ডাক দিয়েছিলেন। সমবায় একটি সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেখানে রয়েছে ব্যাপক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ধনী-গরিব সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সত্যকে অনুধাবন করেই সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি। বর্তমান সরকার জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বেদে, হিজড়াসহ সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের উন্নয়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি উপজেলায় 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি' গঠন করেছে। এ ছাড়া সমিতির সদস্যভুক্ত নারীদের উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি'র মাধ্যমে 'নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন' প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের নারীদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করা সম্ভব হবে, যা স্মার্ট নারী সমবায়ী গড়ে তোলার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায় অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

আমি আশা করি, সমবেতভাবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশগঠনে সমবায় সমিতিগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত, সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হবে—এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতীয় সমবায় দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মকান্ডের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

সমবায়ে গড়ছি দেশ স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

মুনিমা হাফিজ

সমবায় দিবস সমবায়ীদের দিবস

আজ ৪ নভেম্বর ২০২৩ শনিবার। ৫২ তম জাতীয় সমবায় দিবস। সমবায়ীদের একটি পতাকাতলে এনে উন্নয়নের ধারায় সমবায় খাত নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে । সমবায়ের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭২ সাল থেকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে জাতীয় সমবায় দিবস। সমবায়ীদের নিকট দিবসটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বছরের প্রতিপাদ্য "সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ"। দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে ব্যাপক মানুষের কল্যাণ, সর্বোপরি দেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের নিরিখে প্রতিপাদ্যটি যথার্থ।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা ও স্মার্ট বাংলাদেশ দ্যোতনা

৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ''আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। ...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে-কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।''

জাতির পিতার সমবায় দর্শনের এ ঐতিহাসিক বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কয়েকটি প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো হলো: ১) দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ; ২) বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান হবে উন্নত; ৩) গণমুখী সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন নিয়ামক হবে; ৪) সমবায় হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার উৎসারক; ৫) সমবায়ের জাদুস্পর্শে জাগরিত হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণ। ৬) সুপ্ত গ্রাম-বাংলার জাগরণেই বাংলার জনগণের জীবন মুখরিত হবে। ৭) নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় উদ্বেলিত হবে বাংলাদেশ। উপর্যুক্ত ৭টি উন্নয়ন নিয়ামক স্মার্ট বাংলাদেশের বিনির্মাণ সূচকের সাথে সম্পর্কিত এবং জাতির পিতার দূরদর্শী উন্নয়ন ভাবনারই প্রতিফলন।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নেরই একটি প্রায়োগিক কর্মযজ্ঞ। ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সম্প্রসারণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে ও বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫টি মাইলস্টোন দিয়েছেন। এগুলো হলো:

প্রথমত : ২০২১ সালের মধ্যে রূপকল্প - Digital Bangladesh গড়ে তোলা;

দ্বিতীয়ত : ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;

তৃতীয়ত : ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বা Smart Bangladesh গড়ে তোলা;

চতুর্থত : ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় অবস্থানে গমন এবং

পঞ্চমত : ২১০০ সালের মধ্যে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তর

বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দারিদ্র্য, শোষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ এক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনা, কর্ম ও সাধনা জুড়ে ছিল বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। জাতির পিতা তাঁর স্বল্প সময়ের শাসনকালে একদিকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সুদূরপ্রসারী এবং বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা এঁকেছিলেন, অন্যদিকে তা বাস্তবায়নে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন অনুকরণীয় দিকনির্দেশনা।

বঙ্গবন্ধুর 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' দর্শনকে 'জাতির পিতার সমবায় বাংলা'য় কার্যকর করার মানসে Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh কর্মযজ্ঞে সমবায়-কে সম্পৃক্ত করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর বদ্ধপরিকর। এভাবেই বাংলাদেশের উন্নয়ন মহাযজ্ঞে 'সমবায় আন্দোলন'কে সম্পৃক্ত করে জাতির পিতাকে প্রকৃত সম্মান জানানো হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

Smart Bangladesh কর্মযজ্ঞে সমবায়ের অংশগ্রহণ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' কোনো কল্পনা প্রসূত চিন্তা নয়। বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh একটি দূরদর্শী ও বিচক্ষণ মহাপরিকল্পনা। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh-এর উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরও সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সমবায় অধিদপ্তর তিনটি কর্মপ্রত্যয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছে:

১. সমবায় সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত করা;

২. বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমবায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক ক্রমাগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

৩. চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় সমবায়কে যুগোপযোগী কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত করা।

Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh-এর কর্মযজ্ঞে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন আমাদের পাথেয় এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকার আমাদের প্রেরণা। সমবায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত আমরা খুঁজে বের করে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়বো- এটাই সমবায় দিবসে আমাদের অঙ্গীকার। এ সম্ভাবনার ছোঁয়ায় Digital Bangladesh ও Smart Bangladesh কর্মযজ্ঞে সমবায় অধিদপ্তর গ্রহণ করেছে নানামুখী কার্যক্রম:

বাকি অংশ নিচে দেখুন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৯ কার্তিক ১৪৩০
০৪ নভেম্বর ২০২৩

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমবায় ছিল তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার। সমবায়ী এবং সমবায়-সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব। ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবসের এ আনন্দঘন মুহূর্তে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা চারটি ভিত্তি নির্ধারণ করেছি-স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সমাজ, স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার। সমবায়ের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন করে স্মার্ট নাগরিক এবং স্মার্ট সমাজ তথা অর্থনীতিকে স্মার্ট করে গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সমবায় খাত দেশের দারিদ্র্যমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায়ীরা দেশের কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, পরিবহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আবাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে। আমাদের সরকার স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নিবিড় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সমবায়ীদের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের অঙ্গীকার "আমার গ্রাম-আমার শহর" বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে উপজেলাভিত্তিক নারী উদ্যোক্তা সৃজনের লক্ষ্যে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি'-র মাধ্যমে 'নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্যসমূহ একটি একক নামে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমি মনে করি, বাংলাদেশের সমবায় কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের সফল সমবায় সংস্থাগুলোর সঙ্গে নিয়মিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা প্রয়োজন।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে মূলমন্ত্র হিসেবে শতবর্ষী ডেলটা প্ল্যান তথা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার প্রথম ধাপে ২০৩০ সালের মধ্যে অবকাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতা ও গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমার প্রত্যাশা, আমাদের সরকারের এ মহাপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে দেশের সমবায় সমিতিগুলো অগ্রণি ভূমিকা পালন করবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত "সোনার বাংলাদেশ" গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ৫২তম "জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৩" উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আজ ৪ নভেম্বর ২০২৩ সারা দেশে ৫২ তম জাতীয় সমবায় দিবস আড়ম্বরপূর্ণভাবে উদযাপিত হচ্ছে। 'সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পালিত হচ্ছে এবারের সমবায় দিবস। ৫২ তম জাতীয় সমবায় দিবসে সকল সমবায়ীদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত এ দেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে সমবায় আন্দোলনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা হলো সমবায়। তিনি গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনকে কাজে লাগানোর প্রকৃত সময় এখনই। সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে প্রতিহত করতে সমবায়ের বিকল্প নেই।

সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত আর্থিক সংগঠন। সমবায় অধিদপ্তরের নেতৃত্বে সমবায় সমিতিসমূহ সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ, ঋণদান কার্যক্রম, আবাসন, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, সম্পদের সুষম বণ্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শক্তিশালী অনুঘটকের কাজ করে যাচ্ছে সমবায়। কৃষি, মৎস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছে সমবায়। সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্যের সুষম বণ্টন করে আমরা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারি। সমবায়ের মাধ্যমে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা করা সম্ভব।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে পল্লীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সমবায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গণমুখী সমবায় ভাবনা এবং জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকারকে পাথেয় করে এগিয়ে যাবে দেশ, গঠিত হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠার সাথে সকল সমবায়ীদের কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

আমি ৫২ তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৪ নভেম্বর ২০২৩ ৫২ তম জাতীয় সমবায় দিবস। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'সমবায়ে গড়ছি দেশ, স্মার্ট হবে বাংলাদেশ'। ডিজিটাল বাংলাদেশ সফলতার সাথে বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প